সংবাদ

তারিখ ..1 0 MAY 2004 ...
পৃষ্ঠা ... 2 ...

ড. ওয়াজেদ

পরমাণু বিজ্ঞানীর বর্ণাঢ্য জীবন

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরমাণু বিজ্ঞানী ড. এমএ ওয়াজেদ মিয়া ছিলেন এক বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী। ড. এমএ ওয়াজেদ মিয়া ১৯৪২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি রংপুর জেলার পীরগঞ্জ থানার ফতেপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা মরহুম আবদুল কাদের মিয়া ও মা মরহুমা ময়জুন্নেসার ৪ ছেলে ও ৩ মেয়ের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ।

গ্রামের প্রাইমারি বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণী ও পীরগঞ্জ থানার হাইস্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন শেষে তিনি ১৯৫২ সালে রংপুর শহরের সরকারি জেলা স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হন। ১৯৫৬ সালে এ স্কুল থেকে ডিস্টিংশনসহ ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন। ১৯৫৮ সালে তিনি রাজশাহী সরকারি কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। ১৯৬১ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক (সম্মান) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন এবং ১৯৬২ সালে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তিনি ফজলুল হক হলের আবাসিক ছাত্র ছিলেন এবং ছাত্রলীগ মনোনীত প্রার্থী হিসেবে ১৯৬১-৬২ শিক্ষা বছরের জন্য হল ছাত্র সংসদের সহ সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৬২ সালে শিক্ষা

বর্ণাঢ্য : পৃষ্ঠা : ১১ ক :

বর্ণাঢ্য : জীবন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কমিশনবিরোধী আন্দোলনে গ্রেফতারবরণ করেন।

১৯৬৩ সালের ১ এপ্রিল তিনি তৎকালীন পাকিস্তান আণবিক শক্তি কমিশনের চাকরিতে যোগ দেন। ১৯৬৩-৬৪ শিক্ষা বছরে তিনি লন্ডনের ইম্পেরিয়াল কলেজের 'ডিপ্লোমা অফ ইম্পেরিয়াল কলেজ কোর্স' কৃতিত্বের সঙ্গে সম্পন্ন করেন। ১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যুক্তরাজ্যের 'ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়' থেকে পদার্থবিজ্ঞানে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করলে তাকে উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে ঢাকার আণবিক শক্তি গবেষণা কেন্দ্রে পদস্থ করা হয়।

তিনি ১৯৬৭ সালের ১৭ নভেম্বর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বড় মেয়ে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

১৯৬৯ সালে ইতালির ট্রিয়েস্টেস্থ আন্তর্জাতিক তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র তাকে এসোসিয়েটশিপ প্রদান করে। এ সুবাদে তিনি ১৯৬৯-৭৩ ও ১৯৮৩ সালগুলোয় ওই গবেষণা কেন্দ্রে প্রতিবার ৬ মাস ধরে গবেষণায় নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৬৯ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৭০ সালের অক্টোবর পর্যন্ত তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন শহরের ড্যারেসবেরি নিউক্লিয়ার ল্যাবরেটরিতে পোস্ট ডক্টোরাল গবেষণায় নিয়োজিত ছিলেন।

১৯৭৫ সালের ১২ মার্চ থেকে ২৪ আগস্ট পর্যন্ত তিনি তৎকালীন পশ্চিম জার্মানির কার্লসরুয়ে শহরের 'আণবিক গবেষণা কেন্দ্রে' আণবিক রিয়েক্টর বিজ্ঞানে উচ্চতর প্রশিক্ষণ লাভ করেন। ১৯৭৫ সালের ১ অক্টোবর থেকে ১৯৮২ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তিনি ভারতের আণবিক শক্তি কমিশনের দিল্লির ল্যাবরেটরিতে গবেষণায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি অনেক জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান বিষয়ক সম্মেলনে যোগ দেন। তার অনেক গবেষণামূলক ও বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পত্র-পত্রিকায় ও সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে।

বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী ড. ওয়াজেদ মিয়া ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর দীর্ঘ ৭ বছর নির্বাসিত জীবন কাটান।

তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক স্তরের পদার্থবিজ্ঞান, ফলিত পদার্থবিজ্ঞান ও প্রকৌশলের ছাত্রদের জন্য দুটি রচনা করেছেন। 'ফান্ডামেন্টালস অফ ইলেক্ট্রোমেগনেটিক্স' শিরোনামের ৬০০ পৃষ্ঠার তার প্রথম পাঠ্যপুস্তকটি ১৯৮২ সালে টাটা ম্যাকগ্রা-হিল পাবলিশিং কোম্পানি (ভারত) লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

ফান্ডামেন্টালস অফ থার্মোডাইনামিক্স শিরোনামের ৬০০ পৃষ্ঠা তার অপর পাঠ্যপুস্তকটি ১৯৮৮ সালে ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত হয়। 'এলিমেন্টারি নিউক্লিয়ার এন্ড রেডিয়েশন ফিজিক্স' এবং 'বেসিকস অফ সেমিকনডাকটিভিটি' শিরোনামে তার লেখা আরও দুটি স্নাতক স্তরের পাঠ্যপুস্তক বাংলাদেশের মল্লিক ব্রাদার্স কর্তৃক যথাক্রমে জুন ১৯৯৫ ও ডিসেম্বর ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত হয়। তার লেখা ৪৬৪ পৃষ্ঠার 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ' শিরোনামের গ্রন্থটি ১৯৯৩ সালের জানুয়ারিতে এবং ৩২০ পৃষ্ঠার বাংলাদেশের রাজনীতি ও সরকারের চালচিত্র শিরোনামের গ্রন্থটি ১৯৯৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটিতে প্রেস লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত হয়। বহুল রাজনৈতিক ঘটনা সংবলিত এ দুটি গ্রন্থ সুধী-পাঠকদের কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। তার লেখা ৮টি প্রবন্ধ সংবলিত 'বাংলাদেশের বিভিন্ন সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান' শিরোনামের গ্রন্থটি ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে এবং বিভিন্ন সভা-সমিতিতে তার দেয়া বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য সংবলিত 'সাম থটস অন সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি' শিরোনামের আরেকটি গ্রন্থ ১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয়, যা পাঠক কর্তৃক প্রশংসিত হয়।

১৯৭২ ও ১৯৭৩ সালের জন্য তিনি পরপর দু'বার বাংলাদেশ আণবিক শক্তিবিজ্ঞানী সংঘের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৮৩, ১৯৮৪ ও ১৯৮৫ সলে তিনি পরপর ৩ বার ওই বিজ্ঞানী সংঘের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৮৫ থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত ৪ বছর তিনি বাংলাদেশ পদার্থবিজ্ঞান সমিতির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ১৯৯৭ সালে দু'বছর মেয়াদের জন্য ওই বিজ্ঞান সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। তাছাড়াও তিনি ওই বিজ্ঞান সমিতির আজীবন সদস্য। ১৯৮৯ সালে দু'বছর মেয়াদের জন্য ওই বিজ্ঞান সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। তাছাড়া তিনি ওই বিজ্ঞান সমিতির আজীবন সদস্য।

১৯৮৯ থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত পরপর দুটি দু'বছরের মেয়াদকালের জন্য বাংলাদেশ বিজ্ঞান উন্নয়ন সমিতির জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি এবং ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত তিনি পরপর দুটি দু'বছর মেয়াদকালের জন্য ওই বিজ্ঞান সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। এছাড়া তিনি ওই সমিতির একজন আজীবন সদস্য। ১৯৯১-১৯৯২ সালে তিনি বাংলাদেশ আণবিক শক্তিবিজ্ঞানী সংঘেরও সভাপতি নির্বাচিত হন। এছাড়া ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত পরপর ৩টি দু'বছরের মেয়াদকালের জন্য তিনি 'বাংলাদেশ বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানজীবী সমিতি'র সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ওই সমিতির একজন আজীবন সদস্য।

তিনি ঢাকার রংপুর জেলা সমিতির আজীবন সদস্য এবং ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত দু'বছর মেয়াদকালের জন্য এ সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি বাংলাদেশ জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের উপদেষ্টা এবং ঢাকার বৃহত্তর রংপুর কল্যাণ সমিতি, উত্তরবঙ্গ জনকল্যাণ সমিতি, রাজশাহী বিভাগীয় উন্নয়ন ফোরাম, বেগম রোকেয়া স্মৃতি সংসদ এবং রংপুর জেলার মিঠাপুকুর থানার মির্জাপুর বছিরউদ্দিন মহাবিদ্যালয়ের প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তার অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ঢাকার বিক্রমপুর স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু সোসাইটি তাকে ১৯৯৪ সালে স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু স্বর্ণপদক '৯৪ এবং ম্যাকস ইন্টারন্যাশনাল, ঢাকা ১৯৯৭ সালে এমএবিএস ইন্টারন্যাশনাল এওয়ার্ড '৯৭ প্রদান করে।